সংবাদ

তারিখ 01 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

জেএসসিতে ছাত্রীরা এগিয়ে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার এবং জিপিএ-৫ উভয় সূচকে এবার ছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে। এই দুই পরীক্ষায় এবার গড় পাসের হার ৯২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্রদের গড় পাসের হার ৯২ দশমিক ২৪ শতাংশ এবং ছাত্রীদের গড় পাসের হার ৯২ দশমিক ৪২ শতাংশ। আর ছাত্রদের তুলনায় ২৬ হাজার ৩৮৪ জন ছাত্রী বেশি জিপিএ-৫ পেয়েছে।

এবার জেএসসিতে পাসের হার ৯২ দশমিক ৩১ শতাংশ ও জেডিসিতে ৯২ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত বছর জেএসসিতে পাসের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৮৫ ও জেডিসিতে ছিল ৯৩ দশমিক ৫০ শতাংশ।

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত জেএসসি ও মাদ্রাসা বোর্ডের জেডিসি পরীক্ষায় এবার অংশ নিয়েছিল ২২ লাখ ৭২ হাজার ২৮৯ জন, যার মধ্যে ছাত্র দশ লাখ ৬০ হাজার ৭৯৬ এবং ছাত্রী ১২ লাখ ১১ হাজার ৪৯৩ জন। জেএসসি-জেডিসিতে মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ২০ লাখ ৯৮ হাজার ৮২ জন, যার মধ্যে ছাত্র ৯ লাখ ৭৮ হাজার ৪৪৯ জন এবং ছাত্রী ১১ লাখ ১৯ হাজার ৬৩৩ জন।

এবার দুই পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ ৯৬ হাজার ২৬৩ পরীক্ষার্থী। গত বছর এ সংখ্যা ছিল এক লাখ ৫৬ হাজার ২৩৫ জন। এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৪০ হাজার ২৮।

এবার জেএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক লাখ ৮৭ হাজার ৫০২ জন, যা গত বছরের তুলনায় (গত বছর ছিল এক লাখ ৩৬ হাজার ৯৪৫ জন) ৫০ হাজার ৫৫৭ জন বেশি। সাধারণ শিক্ষায় বাড়লেও জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা কমেছে জেডিসিতে। এবার জেডিসিতে ছাত্রীরা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

ছাত্রীরা : এগিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জিপিএ-৫ পেয়েছে আট হাজার ৭৬১ জন, যা গত বছরের (২০১৪ সালে ছিল ১৯ হাজার ২৯০ জন) তুলনায় ১০ হাজার ৫২৯ জন কম।

জেএসসি ও জেডিসিতে এবার বোর্ডভিত্তিক সেরা ২০ প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। এ ব্যবস্থাটি চলতি বছর থেকেই বাতিল করা হয়েছে। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা গত ১ নভেম্বর শুরু হয়ে শেষ হয় গত ১৮ নভেম্বর।

শূন্য পাস ও শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান : এবার সারাদেশের ৪৩টি প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্রছাত্রী জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৪৯টি।

অন্যদিকে সারাদেশের আট হাজার ৫৮৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৪ সালে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠান ছিল আট হাজার ৮৮৯টি। এবার ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৮ হাজার ৫৪৭টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী দুই হাজার ৬২৭টি কেন্দ্রে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

রেকর্ড ফলাফলের নেপথ্যে : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরের ফলের মান বৃদ্ধির সূচকে বেশকিছু ইতিবাচক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এর পেছনে মন্ত্রণালয়ের বেশকিছু উদ্যোগ ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া, টেলিভিশনে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেরা শিক্ষকদের পাঠদান প্রচার, নকলবিরোধী ব্যাপক প্রচারসহ নকল প্রতিরোধে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার অন্যতম। মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নানা পদক্ষেপ, শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাসহ সমগ্র শিক্ষা পরিবারের সার্বিক সহযোগিতায় এই অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতির আলোকে প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী গত দুই বছরে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, চারু ও কারু কলা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়গুলো পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গত বছর থেকে গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বছর কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা নামে একটি নতুন বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সমন্বিত প্রচেষ্টার কারণে পরীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ উন্নতির ধারা অব্যাহত রয়েছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী।

বোর্ডভিত্তিক ফল

ঢাকা বোর্ড : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ছয় লাখ ৩৮ হাজার ৬৮১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে পাঁচ লাখ ৭৭ হাজার ২৯৮ জন। গড় পাসের ৯০ দশমিক ৩৯ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৮৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৪ হাজার ১০ জন, গত বছর যা ছিল ৪৬ হাজার ১৮৮ জন।

রাজশাহী বোর্ড : রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল দুই লাখ ২৩ হাজার ৭৫৪ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে দুই লাখ ১৮ হাজার ৮৪ জন পরীক্ষার্থী। এ বোর্ডের গড় পাসের ৯৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ (সর্বোচ্চ), যা গত বছর ছিল ৯৫ দশমিক ৩২ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৫ হাজার ৮৩ জন, ২০১৪ সালে যা ছিল ২৩ হাজার ৬০৬ জন।

কুমিল্লা বোর্ড : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল দুই লাখ ৪১ হাজার ৫৪১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে দুই লাখ ২৩ হাজার ৪৫৩ জন। গড় পাসের হার ৯২ দশমিক ৫১ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। কুমিল্লা বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ৭৪৭ জন, গত বছর যা ছিল ১৭ হাজার ২৬৪ জন।

যশোর বোর্ড : যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল দুই লাখ ৯ হাজার ৮৩৮ জন। এর মধ্যে পাস করেছে দুই লাখ ২৭৮ জন। গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ, ২০১৪ সালে তা ছিল ৯১ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭ হাজার ৮৩১ জন, গত বছর যা ছিল ১০ হাজার ৬৮৫ জন।

চট্টগ্রাম বোর্ড : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ৬৮ হাজার ৩৯৬ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে এক লাখ ৪৩ হাজার ৯৩৯ জন। গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ, যা ২০১৪ সালে ছিল ৮৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। চট্টগ্রাম বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২ হাজার ২৬৮জন, যা গত বছর ছিল ১০ হাজার ৪৮৭ জন।

বরিশাল বোর্ড : এ বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ছয় হাজার ৮৫ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ তিন হাজার ১৮১ জন। গড় পাসের হার ৯৭ দশমিক ২৬ শতাংশ, ২০১৪ সালে যা ছিল ৯৭ দশমিক ৯২ শতাংশ। বরিশাল বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩ হাজার ৪৬৪ জন, গত বছর যা ছিল ১০ হাজার ২৮৫ জন।

সিলেট বোর্ড : সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ২৬ হাজার ৯৯১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে এক লাখ ১৮ হাজার ৮৫৫ জন। গড় পাসের হার ৯৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৯১ দশমিক ৫৭ শতাংশ। সিলেট বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে চার হাজার ৯৫৬ জন, গত বছর যা ছিল চার হাজার ১০ জন।

দিনাজপুর বোর্ড : দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল দুই লাখ ১৩ হাজার ৮১৩ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে পাস করেছে এক লাখ ৯৫ হাজার ৬৮২ জন। গড় পাসের হার ৯১ দশমিক ৫২ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯০ দশমিক ১০ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯ হাজার ১৪৩ জন, ২০১৪ সালে তা পেয়েছিল ১৪ হাজার ৪২০ জন।

মাদ্রাসা বোর্ড : মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল তিন লাখ ৪৩ হাজার ১৯০ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে তিন লাখ ১৭ হাজার ৩১২ জন। গড় পাসের হার ৯২ দশমিক ৪৬ শতাংশ, ২০১৪ সালে যা ছিল ৯৩ দশমিক ৫০ শতাংশ। মাদ্রাসা বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে আট হাজার ৭৬১জন, গত বছর যা ছিল ১৯ হাজার ২৯০ জন।

বিদেশি কেন্দ্র : বিদেশের আটটি কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান থেকে এবার জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৫৫৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ৫৪৮ জন। গড় পাসের হার ৯৮ দশমিক ২১ শতাংশ। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১১ জন।